চতুর্থ অধ্যায়

প্রাকৃতিক অধিকার ঃ কতিপয় প্রতিক্রিয়া

মানবাধিকারের আদিরূপ, যা "প্রাকৃতিক অধিকার" হিসেবে পরিচিত, তা ফরাসি বিপ্লবের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি আইনসভায় গৃহীত লক বিরচিত প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদের মূল আদর্শগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যা "Declaration of the Rights of Man and the Citizen" নামে খ্যাত। ফরাসি বিপ্লবের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার সত্ত্বেও প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বিভিন্ন চিন্তাবিদগণের রচনায় কঠোর সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। যাঁরা এই সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এডমুন্ড বার্ক্ (Edmund Burke), জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) এবং কার্ল মার্কস (Karl Marx)। **প্রথমত,** ফরাসি বিপ্লবের অব্যবহিত পরে গৃহীত "Declaration of the Rights of Man and the Citizen"-এ প্রাকৃতিক অধিকার ধারণা স্থান পেয়েছিল এবং ফরাসি বিপ্লব ও তার অব্যবহিত পরে গৃহীত ফরাসি সনদের বিরুদ্ধে বার্ক্ তাঁর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তাঁর *Reflections on the Revolution in France* গ্রন্থে। **দ্বিতীয়ত,** বেন্থাম উপযোগিতাবাদের প্রধান স্থপতি হলেও প্রাকৃতিক বিধি ও প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত রচনা *Anarchical Fallacies*-এ। ফরাসি সনদে উল্লিখিত প্রাকৃতিক অধিকার বিষয়টি তাঁর সমালোচনায় উঠে আসে। **তৃতীয়ত,** ইউরোপে ইহুদি সম্প্রদায়ের মুক্তির দাবির ন্যায্যতা সম্পর্কে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে মার্কস প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন "On the Jewish Question" প্রবন্ধে। এখানে ফরাসি সনদে উল্লিখিত প্রাকৃতিক অধিকার তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য ছিল এবং এই সমালোচনা অবশ্যই বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই তিনজন চিন্তাবিদের প্রাকৃতিক অধিকার ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

এডমুন্ড বার্ক্ ঃ প্রাকৃতিক অধিকার হল "কাল্পনিক" অধিকার

বার্ক্ ফরাসি বিপ্লব এবং তার পরবর্তীকালে গৃহীত ফরাসি সনদে বর্ণিত অধিকারসমূহের কঠোর সমালোচনা করেন এবং এগুলির ন্যায্যতার দাবিকে

নস্যাৎ করে দেন। তাঁর মতে, ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ গ্লোরিয়াস রেভলিউশন (British Glorious Revolution) এবং ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে সাদৃশ্যের ভাবনা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটিশ বিপ্লব ছিল একটি গ্রহণযোগ্য ও কাঙ্ক্ষিত পথে এবং ব্রিটিশ সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন, যার রাষ্ট্রীয় আইন, প্রথা ও স্বাধীনতাকে বর্জন করার কোনো অভিপ্রায় ছিল না। অতীত ও বর্তমানের সামাজিক ঐতিহ্য এবং তার বিধি ও প্রথার প্রতি বার্কের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তবে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পূর্ণ স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ধাপে ধাপে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, ফরাসি বিপ্লব হল প্রাচীন ব্যবস্থায় (ancien regime) প্রচলিত সকল অতীত বিধিব্যবস্থা ও প্রথাসমূহকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিপথে চলার প্রচেষ্টা। এ হল অমূর্ত বিচারবুদ্ধি, মানুষের অধিকার এবং জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি ভ্রান্ত নীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে একবারে নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা। বার্কের মতে, এরূপ আকস্মিক ও দ্রুত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন শেষপর্যন্ত মানুষের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল ডেকে আনবে। তাই তিনি এর কঠোর বিরোধী ছিলেন।

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, বার্ক্ অধিকার ধারণার একেবারে বিরোধী ছিলেন না। তিনি ফরাসি বিপ্লবীদের "মিথ্যা অধিকার" ("the pretended rights")-এর পরিবর্তে "উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত" ("inherited"), "প্রথাগত" ("customary") এবং "চিরব্যবহারসিদ্ধ" ("prescriptive") অধিকারসমূহের পক্ষে সওয়াল করেছেন। ব্রিটিশ সংসদের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে তিনি সর্বদাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কঠোর বিরোধী ছিলেন। কারণ ব্রিটিশ শাসনকালে সচেতনভাবে ভারতীয় প্রজাদের ঐতিহ্যবাহী আইন, অধিকার এবং প্রথা যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছিল।

প্রাকৃতিক অধিকার ধারণা খণ্ডন করার জন্য বার্ক্ প্রধানত তিনটি যুক্তি প্রদর্শন করেন। **প্রথমত,** প্রাকৃতিক অধিকার ধারণা হল একটি "অমূর্ত" ("abstract") ধারণা এবং ফলে এটি অর্থহীন ও সরল। প্রাকৃতিক অধিকার হল প্রাকৃতিক বিধি (the natural law) প্রসূত, যা প্রকৃতির রাজ্য মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত বলে মনে করা হত। কিন্তু এই বিধি একটি অধিবিদ্যক নীতি যা থেকে প্রসূত অধিকারসমূহ—"প্রকৃত" অধিকার (the "real" right) নয় বরং সেগুলি কাল্পনিক অধিকার (the "imagined" rights)। কারণ এই আপাতবিপ্লবী অধিকার ধারণা কোনো জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়নি।

প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ হল অপরীক্ষিত রাজনৈতিক প্রস্তাব (untested political proposal), যা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে উঠে আসেনি। সুতরাং এই অমূর্ত আধিবিদ্যক ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিন্যাস তৈরি হবে—ফরাসি বিপ্লবীদের এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়ত, বার্কের মতে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের নিজস্ব গতি আছে এবং এই পরিবর্তন ক্রমশ ঘটে। প্রাকৃতিক অধিকারের মতো অমূর্ত ধারণা আকস্মিকভাবে কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে না। যে-কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই অমূর্ত ধারণার প্রয়োগের প্রচেষ্টা সমাজস্থ মানুষের উপকার না করে ক্ষতির কারণ হতে পারে। বার্ক্ মনে করেন, মানুষের অধিকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মানবাধিকারের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য স্থিরীকৃত হয় বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে। কারণ মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের জটাজালে আবদ্ধ। মানবাধিকার ধারণা এই সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয় না। তাছাড়া, প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্বের প্রবক্তাগণ বিভিন্ন সমাজের মধ্যে যে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক আবহাওয়া এবং ঐতিহ্যের আলোকে যে পার্থক্য রয়েছে তা স্বীকার করেন না; প্রাকৃতিক অধিকারের প্রয়োগ উপরোক্ত বিভিন্নতা বিবেচনা করে প্রয়োগ করা উচিত তাও তাঁরা স্বীকার করেন না। কারণ তাঁরা যে-কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় অধিকার ধারণা প্রযোজ্য বলে মনে করেন। বার্কের মতে, সর্বকালে ও সর্বপরিস্থিতিতে প্রযোজ্য এমন কোনো রাজনৈতিক প্রস্তাব থাকতে পারে না। কারণ অধিকার ধারণা কোনো স্বতঃসত্য ধারণা নয়, যা স্থান-কাল-নির্বিশেষে সর্বত্র প্রযোজ্য।

তৃতীয়ত, বার্কের মতে, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক অধিকার বিপজ্জনক হতে পারে। কেননা এই ধারণার প্রয়োগ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় আইন এবং অধিকারসমূহকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করাতে পারে; যুগ যুগ ধরে প্রচলিত অধিকারসমূহের গতি রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাঁর মতে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং প্রথাগত অধিকারসমূহ প্রকৃতপক্ষে সমাজের ভিত্তি এবং সেগুলি যদি অধিকারের মতো কতকগুলি অমূর্ত ধারণার প্রয়োগের ফলে নির্মূল হয়ে যায় তাহলে সমাজের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় যদি ঐতিহ্যানুসারী আইন ও প্রতিষ্ঠান মানুষের অধিকার ধারণা প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত

মানের উপযোগী না হয়, তাহলে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ এর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে এবং তারা সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বোঝা যাচ্ছে যে, বার্ক্ অধিকার ধারণাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেননি। তিনি ফরাসি বিপ্লবীদের দ্বারা উপস্থাপিত অধিকার তত্ত্বের ভিত্তিকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, সমাজে উত্তরাধিকার এবং ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত অধিকারসমূহ "প্রকৃত" অধিকার (the "real" rights) যা অনেকাংশে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।